

ভারতীয় বাজেটে তথ্য প্রযুক্তির ওপর শুকনুজ

ভারতীয় নতুন বাজেটে কমপিউটার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারে ওপরে বড় ধরনের আমদানী চঙ্ক হ্রাসের ফলে তাদের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তথ্য প্রযুক্তিতে ভারতীয়দের বিশাল অগ্রগতির আগে বেশবান হতে কয়েক দশকী সম্মেলগিতার হাত প্রসারিত করলে ভারতের প্রোগ্রামিং-সফটওয়্যার জাতীয় নেতারা এই আমদানী চঙ্ক নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে।

কমপিউটারের যন্ত্রাণ্ড ও সফটওয়্যারকে এখন আধুনিক বিশ্বে কোন বিক্রয় সরকার তার রাজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন। ব্যাপক কমপিউটারায়নের মাধ্যমে দেশে কমপিউটার সুনুজ জনপ্রিয় করে সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি, মিশন ক্রিয়াকলাপ ও তথ্য প্রযুক্তিতে গুরু জনপ্রিয় হস্তফালী করে বিশাল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা আয় ব্যত এখন এবং। ভারতীয়দের সর্বশেষ পাশ্চাত্য ভারিই ইমিত পের। বাজেটে সব ধরনের সফটওয়্যার আমদানী চঙ্ক কমিয়ে অর্ডিন ১০% রাখা হয়েছে। আগে এই হার ছিল ৬০%। সফটওয়্যারের ২০% এবং নিম্নে সফটওয়্যারের ৫৫%। ডিক ড্রাইভ এবং ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের তঙ্ক ৪০% থেকে কমিয়ে ২৫% করা হয়েছে। এতে করে তাদের সফটওয়্যার উদ্যোগের পথ কমেছে। ভারতীয়া জাতীয়া সফটওয়্যার ও সার্ভিসেস বিশ্বে সমিতির নির্বাহী সম্পাদক ডি. হেহোতা বলেন যে এই চঙ্ক হ্রাসের ফলে ১৯৯৫-৯৬ বছরে বার্ষিক হস্তফালী প্রযুক্তি খাতে ৪০% এবং ঘরোয়া

শিল্পের প্রযুক্তি হবে কমপক্ষে ৬০%। সমিতি আশা করছে যে চলতি ১৯৯৪-৯৫ বছরে ভারত সফটওয়্যার রপ্তানী থেকে আয় করবে প্রায় ১৪০০ কোটি ভারতীয় রুপী যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ৩৮% বেশি। ১৯৯৪-৯৫ এ ভারতকে মোট আন্তর্জাতীয় সফটওয়্যার বাজারের পরিমাণ প্রায় ১০০০ কোটি ভারতীয় রুপী। গত বছরের চেয়ে এটি ৪০% বেশি। তথ্য প্রযুক্তি বাজারকে আর্থিকভাবে আরো শেভানীকরার জন্য বাজেটে যে অর্থিক উৎসাহটিকে রাখতে জানিয়েছে ভারতীয় সফটওয়্যার উদ্যোগকারীরা সেটি হচ্ছে সফটওয়্যার রায়ফতানী থেকে অর্জিত মুনাফা আরকর রেয়াত পাবে। অন্যতম ভারতীয় কমপিউটার প্রয়ুক্তিকারক এইচসিএল-এইচসি কোম্পানী প্রধান অজয় চৌধুরী বলেন, 'সফটওয়্যার রফতানী থেকে প্রাপ্ত মুনাফাকে আয়কর মুক্ত করায় গীর্বা মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা এখন এখন সম্ভব হবে'।

ভারতীয়া তথ্য প্রযুক্তি মহল এই বাজেটকে প্রো-ক্রান্তি বলিবে বলে প্রকাশ করেছে। সফটওয়্যারী ভারতীয় কমপিউটার সমিতি প্রধান কে. আর. প্যালাটা বলেন, 'ভারতীয়া কমপিউটার বাজারে প্রো-মার্কেট বিঘাটি বাড়ছে ত্রীভিজনক হবে, মোট হার্ডওয়্যার বাজারের ৪০% আয় করছে এই প্রো-ক্রান্তি। কমপিউটার যন্ত্রাণ্ডের ওপর চঙ্ক হ্রাসের ফলে প্রো-সার্কেটকে কোম্পানী করা সম্ভব হবে এখন'।

তবে তিনি উৎসে প্রকাশ করেন যে বাজেটে চঙ্ক

হ্রাসের তাগিকা ডিক ড্রাইভকে অধুক্রান্ত করা হুদীয়া শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ ভারতে হুদীয়াভাবে তৈরি হবে ডিক ড্রাইভ।

কমপিউটার সিস্টেমের ওপর চঙ্ক ৬৫% থেকে কমিয়ে ৪০% করার সরাসরি প্রভাবে ভারতীয় কমপিউটার প্রোডাক্ট ১২% কমে হুদীয়াভাবে তৈরি কমপিউটার সুনুজ নিমিত্তে পারবে। উদ্যোগ যে বিধি প্রিন্ট কমপিউটার নির্বাচনের সাথে মৌখ উদ্যোগে ভারতে সব ধরনের কমপিউটার তৈরি হবে। আমদানের মত তৈরি বিদেশী কমপিউটার চড়া হক দিয়ে তারা আমদানী করে না।

কমপিউটার রফতানী প্রসঙ্গে প্যালাটা বলেন যে, সুস্থিতভিত্তি ভারতীয় সফটওয়্যার সেলেক্টর মত অর্থ হার্ডওয়্যারে বিবেচনা করে আসেন। অতি সুস্থিত ভারতীয় নির্বাচনের ফলে হার্ডওয়্যার বিক্রি তলে করছে এবং এই প্রক্রিয়াকে পর্যায়ে উৎসাহ জনক যে কোন বাজেটে সুনুজভাবে তারা খাপ খায়েছেন।

হালাসেপের বাজেটে সামনে। এদেশে কমপিউটারায়নের পরে প্রথম অন্তরায় হবে চড়া আমদানী চঙ্ক। তথ্য-প্রযুক্তির সব পনাই নিম্নকসাহিত এটির জন্য। আসন্ন বাজেটে কমপিউটার ও এটির আনুপ্রায়িক উপকরণের উপর বিঘানন আমদানী চঙ্ক হ্রাসের ব্যাপক তথ্য প্রযুক্তির সাথে সন্নিবেশ পেশাদার সমিতি ও বিবেচনা সমিতি এখানে সরকোহে সুনুজ মূল্যে। আবার সরকারের দুটি আওকর্ন করাই হালাসেপায়নের অন্তর্গত কমপিউটারের ওপর আমদানী চঙ্ক শূন্য করা হোক তথ্য প্রযুক্তির বহু প্রতিফলিত বিশ্লেষণে ত্বরান্বিত করতে।

গণচীনে একটা রাজস্ব ফাঁকি ঠেকাতে কমপিউটার

গণচীনের সবচেয়ে অধিক রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে দক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশ গুয়াডেং-এর কাইয়াং কর হুয়াংয়ে প্রাদেশিক আদায়। হুয়াংয়ের তথ্য কেন্দ্রের পরিচালক সঞ্জীভ আমান যে, পুরো প্রদেশে ছুড়ে ব্যাপক হারে সুনুজ সোয়াজন কর (ভ্যাট) ফাঁকির প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে আসার জন্য হুয়াংয়ে একটি কমপিউটার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে। আদায়ী তিন বছর এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডাট সন্নিবিষ্ট ইনভয়েস সুনুজ আদায় করা হবে।

গণচীনে অর্থনৈতিক দিক থেকে সুনুজমূলী অঞ্চলে কর প্রতিষ্ঠান সুনুজে কমপিউটারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের যে লক্ষ্য সরকার নির্ধারিত করেছে গুয়াডেং কমপিউটার হুপন হাজে তার প্রথম ব্যাপক প্রোগ্রাম। গণচীনের মোট কর রাজস্বের ১১% ঘোষণা এই প্রদেশ। ১৯৯৪ সালে প্রথমবারের মত সাংহাইকে আতিক্রম করে ৫০টি শহরী সরকারী কোম্পানি প্রায় ২৫ কোটি টকা বেণি রাজস্ব আদায় করে। এ বছর তারা মোট কর রাজস্ব আয় করে প্রায় ১০ হাজার ২শ' কোটি টকা। ১৯৯৩ সালের চেয়ে এই অর্থ ৪৬% বেশি। অংশের হুদীয়া কর্তৃপক্ষ

সুনুজ সম্ভ্রম করে আনবে প্রায় ১১ হাজার ৬৩শ' কোটি টকায় রাজস্ব ১৯৯৪ সালে। এ ক্ষেত্রে তারা রেফর্ড ৪০% প্রযুক্তি অর্জন করে।

গত কয়েক বছর লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রদেশ ছুড়ে ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে ভ্যাট বাট ইনভেসেস প্রেসেতারের প্রদান করে অতিরিক্ত সুনুজ মুনাফা বানাচ্ছে। এই প্রবণতা বাড়ছে ক্রমশঃ। এই সুনুজ অডায় সুনুজোপাটিত করার জন্য সরকার বেশ কয়েকটি প্রকল্প নিয়েছে এবং দার্পী ভ্যাট ফাঁকিবিহীন প্রদেশে শান্তি প্রদানের জন্য সুনুজদরসহ বেশ কিছু কঠোর দরবিধি চালু করেছে।

প্রদেশে ডাট পদ্ধতিতে ডিক ফাঁকির সুনুজো এটি অপব্যবহারের পথ রুদ্ধ করবে এই সুনুজ কমপিউটারায়ন। এই ব্যাপক ডাট ইনভেসেস টেকিং কমপিউটার সিস্টেমটির সাথে সংযুক্ত করা হবে প্রদেশের ১৩০,০০০ করদাতার। হুয়াংয়ের তথ্য কেন্দ্রের পরিচালক বলেন, 'আমাদের ব্যবসায়িক সেলেক্টন ও পণ্যের আদান প্রদান সবচেয়ে বেশি ডিক্টি প্রতিফলিত হবে আধাবের এই কমপিউটার নেটওয়ার্ক'।

নেটওয়ার্কটিকে নিরপেক্ষ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অস্বাক্ষরিত করা হয়েছে-এ বিদ্যমান রয়েছে। একটা জাতীয় সুনুজোই টেকনিক নেটওয়ার্কের সুনুজায় গুয়াংয়ে প্রদেশ থেকে প্রদেশ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডাটা প্রেরণ এবং প্রদেশের অভ্যন্তরে সরকারের কাছে ডাটা প্রেরণ এবং প্রদেশের অভ্যন্তরে হাউংয়ে থাকা অধীশ্ব শাখা অফিস থেকেও ডাটা সন্নুজ করা সম্ভব হবে।

কমপিউটার যুগে প্রবেশের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কর ও রাজস্ব ডাটা সুনুজ আদান-প্রদান করা হতো টিটি পত্রের মাধ্যমে। গুয়াডেং এর সব প্রদান সুনুজ ও শহরসুহৃদের কর শাখা অফিসকেও কমপিউটারে সমিচিত করা হয়েছে সব তথ্য ও ডাটা সুনুজকে ইলেকট্রনিক ভাবে প্রেসেস করে প্রাদেশিক সার দফতরে প্রেরণের জন্য।

প্রাদেশিক কর কর্তৃপক্ষ আশা করছে যে ২০০০ সালে নামান গণচীনের বিদ্যুতি 'শালি' নদী অঞ্চলের পুরাতন ডাটা কমপিউটারকর কর আদায়কারী ও ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের আওতায়ে এসে পড়বে।